যুগান্তর

তারিখ · 10 DEC 2012 ·
পৃষ্ঠা ··· ৫ ··· কলাম ···

মানবাধিকার দিবস ২০১২

কাজী ফারুক আহমেদ

শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত

আমাদের দেশে মানবাধিকার শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি অতীতে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। পাঠ্যক্রমে সেভাবে অন্তর্ভুক্তও ছিল না। শিক্ষকের পাঠদানের ব্যবহার-সূচিতেও তার স্থান ছিল না। ২০১৩ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের যেসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হবে তাতে মানবাধিকার বিষয়টি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা যায়। তবে পাঠ্যপুস্তকে ছাপা হলেই মানবাধিকার চর্চা ও অনুশীলন নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন কথা ভাবার কারণ নেই। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনে আমরা তা কিভাবে প্রয়োগ করি, তার ওপরই এর কার্যকারিতা বেশি নির্ভর করে।

আজ ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার দিবস। বাংলাদেশে আজ যখন দিবসটি পালিত হচ্ছে তখন আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরে গার্মেন্ট কারখানায় অঙ্গার হয়ে যাওয়া শতাধিক কর্মীর পরিবারের আর্তনাদ অব্যাহত রয়েছে। দেশ-বিদেশের মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ সবাইকে এ ঘটনা ব্যাপক নাড়া দিয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্তে একদিন শোক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত দিয়ে এরই মধ্যে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে চেক প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জীবন তো ফিরে পাওয়া যায় না। কোন কিছু দিয়েই তা পূরণযোগ্য নয়। এ প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বিভাগীয় শহর খুলনায় ৬ ডিসেম্বর 'মানবাধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় সাম্প্রতিক 'অগ্নিকাণ্ডে' (অগ্নিকাণ্ড না অন্য কিছু তা তদন্তাধীন) শতাধিক লোকের প্রাণহানির জন্য বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন তৈরি না করাসহ বিভিন্নভাবে ওই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে মানবাধিকার রক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন জরুরি বলে বক্তব্য রাখা হয়। অবশ্য এ ঘটনা অগ্নিকাণ্ড না অন্য কিছু তা বিস্তারিত তদন্ত শেষে জানা যাবে। খুলনার আলোচনা সভার সভাপতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য কাজী রিয়াজুল হক পরিবার ও সমাজ থেকেই মানবাধিকার রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আমার কাছে তার এ বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আমি মনে করি পরিবার থেকে এ উদ্যোগের সূচনা হওয়া দরকার এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা সেজন্য অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সচেতনতার ঘাটতি যেমন আছে, মানবাধিকার লংঘনের প্রতিকারে দায়সারা মনোভাব ও সময়োচিত পদক্ষেপ না নেয়ার বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। সেজন্যই একাত্তরে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সেরা সন্তানদের হত্যাকারী, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ এখনও সম্পন্ন হতে পারেনি। নারী ও শিশু নির্যাতন, মানব পাচার, সীমান্তে মানুষ হত্যা, দেশের ভেতরে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা অব্যাহত আছে। প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্য অধিকার, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা এখনও বহুলাংশে অর্জিত হয়নি। সমাজে বঞ্চিত, দলিত মানুষের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনও তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার ধারে কাছে নয়। সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে একথা সত্য। দারিদ্র্য হ্রাসের ধারাও অব্যাহত আছে। তারপরও ছিন্নমূল মানুষ, বস্তিবাসীর দৈনন্দিন জীবনে তার ছোঁয়া কমই লেগেছে। প্রায় পাঁচ কোটি তরুণ কর্মসংস্থানহীন। উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে কৃষক বঞ্চিত। দেশের বেশির ভাগ মা ও শিশু পুষ্টিবঞ্চিত। পরিবারে কন্যাশিশু এখনও বৈষম্যের শিকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনন্দের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে শিশু এখনও বঞ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর জন্য দুপুরের খাবার প্রদান কর্মসূচি প্রতীকীভাবে চালু হলেও তার ব্যাপ্তি খুবই সীমিত। প্রাথমিক ও পরবর্তী স্তরগুলোতে পাঠদানকারী শিক্ষকের বেতন-ভাতা একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী সমাজের অন্য পেশার মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখনও বেসরকারি স্কুল-কলেজে অনেকে বছরের পর বছর বিনা বেতনে পাঠদান করছেন ভবিষ্যতের আশায়। অন্যদিকে একই শ্রমদান সত্ত্বেও নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক পুরুষের তুলনায় কম।

আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এসব অসঙ্গতি, অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনার মধ্যে আজ মানবাধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। কিন্তু এখনও কল্যাণ রাষ্ট্র পাইনি। এ প্রসঙ্গে আমি সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। বলা বাহুল্য, শিক্ষা তথা প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা শিশুকাল থেকে প্রতিটি মানুষকে তার অধিকার সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে, সচেতন করবে। ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবাধিকার শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই এর উত্তম চর্চার দৃষ্টান্তগুলো উপস্থাপন করা হয়ে আসছে। ২০০৯ সালে ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাপরিচালক কাইচিরো মাতসুরা, ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউশন্স অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস অব দি অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপের পরিচালক জেনেস লেনারকিক, কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারি জেনারেল টেরি ডেভিস, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের কমিশনার নাভানিথেম পিল্লে 'হিউম্যান রাইটস এডুকেশন ইন দ্য স্কুল সিস্টেম অব ইউরোপ, সেন্ট্রাল এশিয়া অ্যান্ড নর্থ আমেরিকা : এ কম্পেনডিয়াম অব গুড প্র্যাকটিস' নামের একটি বইয়ের ভূমিকা লিখে দেন। ওই বইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানবাধিকার চর্চা বা অনুশীলনের ১০১টি ভালো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। মানবাধিকার শিক্ষার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ওই বইয়ে বলা হয়, 'সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে প্রয়োজন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্যের। সমন্বিত মানবাধিকার শিক্ষা শুধু মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ ও তা রক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করে না, দৈনন্দিন জীবনে তা কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ, সুরক্ষা ও উন্নয়ন করতে হয় তারও শিক্ষা দেয়।' মানবাধিকার শিক্ষা সম্পর্কিত বইটিতে শতাধিক ভালো দৃষ্টান্তের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্ববহ এ কারণে যে, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সবাইকে তত্ত্ব অপেক্ষা বাস্তব দৃষ্টান্ত অনেক বেশি আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে প্রাথমিক অবস্থায় মানবাধিকার শিক্ষা একবার মনে দাগ কেটে গেলে তা সারা জীবনের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে।

আমাদের দেশে মানবাধিকার শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়টি অতীতে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। পাঠ্যক্রমে সেভাবে অন্তর্ভুক্তও ছিল না। শিক্ষকের পাঠদানের ব্যবহার-সূচিতেও তার স্থান ছিল না। ২০১৩ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের যেসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হবে তাতে মানবাধিকার বিষয়টি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা যায়। তবে পাঠ্যপুস্তকে ছাপা হলেই মানবাধিকার চর্চা ও অনুশীলন নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন কথা ভাবার কারণ নেই। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবনে আমরা তা কিভাবে প্রয়োগ করি, তার ওপরই এর কার্যকারিতা বেশি নির্ভর করে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবাধিকার চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগে অভ্যস্ত না হয়ে উঠব, ততদিন পর্যন্ত তা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছবে না। যে শিক্ষক মানবাধিকার শিক্ষা দেবেন তার শিক্ষাদানের ধারা, শিক্ষার্থীকে আকর্ষণের সক্ষমতা সর্বোপরি সমাজের পারিপার্শ্বিকতা, জাতীয় নেতৃত্বের অনুকূল অবস্থান ও ভূমিকা এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় নিতে হবে।

আরও মনে রাখা দরকার, মানুষের প্রাপ্য অধিকারের প্রশ্নে মূল্যবোধের বিশ্বের সর্বত্র মানদণ্ড এক নয়। এতে মিল যেমন আছে অমিলও কম নয়। প্রতিটি সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দুটোই আছে। পাশ্চাত্যের সমকামিতার স্বীকৃতির দাবি অন্যত্র অধিকারের আওতায় পড়ে না। তবে খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষার নিশ্চয়তা, নারী-পুরুষ বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, কর্ম-বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য নিরসনের দাবি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এসব মেনে নিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আজ বিশ্বব্যাপী নতুন শক্তি ও সাহসে বিকাশ লাভ করছে। স্বাভাবিকভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ১৯৪৮ সালের আজকের দিনে ঘোষিত মানবাধিকারের ৩০টি ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলো। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, নিরুপদ্রব পেশা গ্রহণের অধিকার, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকারী শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করার অধিকার, দারিদ্র্য, অসাম্য, পশ্চাৎপদতা ও কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্তি লাভের অধিকার সমন্বিত করে বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হচ্ছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মহিমায়। আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর স্পষ্টতা ও দৃঢ়তায়।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *শিক্ষক অধিকার আন্দোলনের নেতা*
principalqfahmed@yahoo.com